বাঁধনহারা’র ভূমিকা

সুব্রত কুমার দাস

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরেই প্রায় চারশ’ সত্তরটি উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়।১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৬১-১৯৪১) বাদ দিয়ে এই যে তালিকা সেটির শুরুর আগেই উপন্যাস রচনা-প্রচেষ্টার আরও একটি দীর্ঘ তালিকা বর্তমান। যদিও সে-তালিকায় মৌলিক কম ছিল কিন্তু প্রচেষ্টা যে ব্যাপক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যলেন্স-এর ফুলমনি ও করুণার বিবরণ-এর পর দুর্গেশনন্দিনী পর্যন্ত মাত্র তের বছরের মধ্যে অনেকখানি সফল চার/পাঁচটিসহ মোট কথাসাহিত্য সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ।২ এবং ১৮৬৫ থেকে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যে তালিকা উপরুক্ত তথ্যগুলোর আকর ’টিতে করা হয়েছে তার অমিল দেখলে সহজেই অনুমান করা চলে পূর্বোক্ত সংখ্যাগুলোর বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতখানি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের আরও বিশ বছর পর কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) গদ্যসাহিত্য তথা ছোটগল্প ও উপন্যাসের আর্বিভাব। এ বিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) মতো বহুলপ্রজ ঔপন্যাসিকদের আধিপত্য চলছে। কিন্তু শুধু সে-হিসেব দিয়েই কি ঔপন্যাসিক নজরুলের অস্তিত্বকে এড়িয়ে চলা সম্ভব? নাকি শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণেই পশ্চিমবাংলা থেকে প্রকাশিত উপন্যাসের ইতিহাস-সমালোচনা গ্রন্থগুলোতে ঔপন্যাসিক নজরুল অনুপস্থিত! যেমনভাবে ‘বাংলাদেশের উপন্যাসে’ও নজরুলের প্রবেশ নেই যেহেতু তিনি জন্মসূত্রে পশ্চিমবাংলার নাগরিক।

‘প্রথম উপন্যাস রচনাকালে নজরুলের বয়স বিশ বছর’ এরকম সহানুভূতির বিবেচনাগুলো বাদ দিলেও নজরুলের উপন্যাস কি সমালোচনা গ্রন্থে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত হয়নি! শুধুমাত্র চিঠির সংকলন বলেই যদি নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বসন্তকুমারের পত্র (১৮৮২) আলোচনার যোগ্য হয় তাহলে নজরুলের বাঁধনহারা৩ (পত্রিকায় প্রকাশ ১৯২০-২১; গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯২৭) কেন একটি সার্থক পত্রোপন্যাস হিসেবে বিবেচনা পায় না! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুদ্ধ উপন্যাস হিসেবে কেন বাঁধনহারা স্বীকৃতি পায়নি সে-কারণ এখনও অনুদ্ঘাটিত তাছাড়া কথ্যচলিতে উপন্যাসের ভাষা নির্মাণও কিন্তু বাঁধনহারা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হতে পারত। যেমন নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) হতে পারত এ ধারার একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ। মৃত্যুক্ষুধার লেখক “কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি শিক্ষিত সংস্কৃতিবান উচ্চ ও মধ্যবিত্তের আভিজাত্যিক বেষ্টনী থেকে ধর্ম-সর্ম্পক রহিত অসাম্প্রদায়িক মানবত্বে ও স্বাদেশিকতায়, অশিক্ষিত, নিম্নস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের জীবন চিত্রায়ণে, ভাষার কৌলিন্য-রহিত সর্বজনীনতায়, জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তবতায় আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে মুক্ত করেন।”৪ - এমন একটি মূল্যায়ন উপন্যাসটি প্রকাশের পঁয়ষট্টি বছর পর হয়েছে, নিকট ভবিষ্যতে হয়নি। অথচ সে-কারণে মৃত্যুক্ষুধা বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন পেতে পারত। যেমনভাবে নজরুলের সর্বশেষ উপন্যাস কুহেলিকা৫ (১৯৩১) একটি বিপ্লববাদী উপন্যাস হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদার দাবিদার হলেও ইতিহাস গ্রন্থে তার সে-প্রাপ্তি ঘটেনি। “বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে কাজী নজরুলের কুহেলিকা সন্ত্রাসী বিপ্লবের উপর লিখিত দ্বিতীয় উপন্যাস হিসেবে পরিগণিত। প্রথম উপন্যাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবি (১৯২৬)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চার অধ্যায় (১৯৩৪) বিপ্লব নিয়ে রচিত তৃতীয় উপন্যাস।"৬

স্মর্তব্য যে নজরুল তাঁর প্রথম 'টি উপন্যাসে সাধারণ্যের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দিতে করেছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ। যে-সকল বিরোধীতার কারণে তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল নজরুলের প্রথম 'টি উপন্যাসকে অস্বীকার কি একই রকম কারণ থেকে উৎসারিত! এমন সিদ্ধান্ত অমূলক হয়ে পড়ে যখন আমরা দেখি কুহেলিকাতে সুধীসমাজের ভাষা ব্যবহার করেও নজরুল আদৃত হন না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ধূমকেতুর মত যাঁর আর্বিভাব, যাঁর কলমের ছোঁয়া সাহিত্যের সকল অঙ্গনকে অলংকৃত করেছে সেই কাজী নজরুল ইসলাম মোটামুটি দীর্ঘ সাতাত্তর বছর জীবিত থাকলেও তাঁর সাহিত্যকাল মাত্র বাইশ বছর। ১৯২০ থেকে করে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মূক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাহিত্য সাধনা করলেও কথাসাহিত্যে তাঁর উপস্থিতি আরও কম - মাত্র দশ বছর। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। নজরুল কথাসাহিত্যের এ দশ বছর কালের মধ্যে চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থ অগ্নি-বীণা, দোলন-চাঁপা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, ছায়ানট, চিত্তনামা, সাম্যবাদী, পূবের হাওয়া, সর্বহারা, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিল্লোল, সঞ্চিতা, জিঞ্জীর, চক্রবাক ছাড়াও একটি শিশুতোষ কবিতার বই ঝিঙে ফুল 'টি সঙ্গীত বুলবুল ও চোখের চাতক এবং চারটি প্রবন্ধগ্রন্থ যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী, -মঙ্গল তিনি প্রকাশ করেন। এ বিশাল কাব্যসম্ভারে উপনিবেশের শৃঙ্খলর্জজরিত বাঙালি মানস শুনেছিল মুক্তির বার্তা, সাক্ষাৎ পেয়েছিল এক বিদ্রোহী ও উদার চেতনার। এসব কাব্যে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন যে বিশ্ব গড়ার আহ্বান নিহিত ছিল স্বাভাবিকভাবেই নজরুল-পাঠক সেসবে আগ্রহী হয়ে পড়েন অনেক বেশি। ফলেই নজরুলের কথাসাহিত্য অনেকখানি মনোযোগের বাইরে চলে যায়। 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', খেয়া-পারের তরণী', 'আজ সৃষ্টির সুখের উল্লাসে', 'শিকল ভাঙার গান', 'সাম্যবাদী', 'মানুষ', 'বীরাঙ্গনা', 'নারী', 'কুলি-মজুর', প্রভৃতি অজস্র কবিতায় তিনি যে বাঙালি চৈতন্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন সে-বাঙালি তার গল্প উপন্যাসের প্রতি প্রাপ্য দৃষ্টি দিতে পারেনি।

বাল্যকালে লেটোর দলে গান রচনা করে যে-নজরুল তা বোধহয় তার সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত হবার যোগ্য নয়। তাহলে সাহিত্যিক নজরুলের শুরুর অভিধা কি শুধুই গদ্যকারের? প্রথম গল্প 'বাউণ্ডলের আত্মকাহিনী' কিন্তু তার প্রথম প্রকাশিত রচনা। যদিও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

'সওগাত' প্রকাশিত হবার পরপরই নজরুল করাচী থেকে লেখা পাঠাতে করেন - প্রচুর লেখা। লেখার সঙ্গে থাকত চিঠি। এই সব লেখা আর চিঠির মধ্য দিয়েই নজরুলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। এর পূর্বে নজরুল ইসলামের নাম বা তার পরিচয়-এর কোন কিছুই আমার জানা ছিল না।

প্রথম দিকে নজরুল সওগাতে যে সব লেখা পাঠাতেন, সেগুলির অধিকাংশই ছিলো উচ্ছ্বাসর্পূণ। সেগুলিতে গ্রন্থনা-নৈপুণ্যের পরিচয় যেমন ছিলো না - তেমনি শিল্পগত ণাবলীরও অভাব ছিল। লেখাগুলি এই কারণে সওগাতে প্রকাশ করা যায়নি। কিন্তু তাতে নজরুলকে নিরুৎসাহ বা হতোদ্যম হতে দেখিনি। তিনি একের পর এক লেখা পাঠিয়ে যেতেন। সে-সব লেখা তিনি পাঠাতেন 'সার্ভিস' বা সরকারী ডাকটিকিটে - ডাক খরচা লাগত না তার। নতুন লেখকদের কাঁচা লেখার বেলায় যা হয় - নজরুলের প্রথম দিকের লেখাগুলিকেও সেই পরিণতিই বরণ করে নিতে হতো। সেগুলিকে যদি সংগ্রহ করে রাখতাম - তাহলে আজ সে-সব লেখা ঐতিহাসিক নির্দশন হয়ে থাকতো।৭

যদি প্রকাশের কালানুক্রম বিবেচনা করা হয় তাহলেও দেখা যাবে তার প্রথম গ্রন্থও হলো একটি গল্পগ্রন্থ - ব্যথার দান যা প্রকাশ পেয়েছে প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা (২৫ অক্টোবর ১৯২২) এর বেশ ক'মাস আগেই ফেব্রুয়ারি মাসে। আর বর্তমান আলোচ্য উপন্যাস বাঁধনহারা পত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। মোসলেম ভারত পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও মাঘ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়।

মাঘ ১৩২৭ সংখ্যায় মোসলেম ভারতে বাঁধনহারার সর্বশেষ অংশটি প্রকাশিত হলেও উপন্যাসটি গ্রন্থরূপ লাভ করতে আরও ছয় বছর সময় নেয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে বাঁধনহারা প্রকাশ করেন গোপালদাস মজুমদার, ডি.এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে। প্রথম প্রকাশকালে এর মূল্য ছিল দুই টাকা। পত্রিকায় প্রকাশকালেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নারায়ণ পত্রিকায় ভাদ্র সংখ্যাতে এ উপন্যাস নিয়ে মন্তব্য করা হয়,

'বাঁধনহারা' বড় উপভোগ্য। তাহাতে বিবাহ তত্ত্ব বড় সরস – অবিবাহিত দ্বিপদ, বিবাহিত চতুষ্পদ। 'বাঁধনহারা'র বর্ণনাটি খাঁটি কবিত্বে উজ্জ্বল ও মোহনীয়। মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদরের চিঠিখানি বেশ। তারপর করাচির বর্ণনাটিতে যৌবন জল তরঙ্গ আছে - উপমাগুলি মন মাতান।৮

একই পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাঁধনহারা নিয়ে মূল্যায়ন ছিল এমন,

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সেই অনুপম 'বাঁধনহারা'। নজরুল অরূপ রসের কবি। তাহা আমি জানিতাম, এবারকার 'বাঁধন-হারা'র গোড়ায় তাহাকে পাই বাঘের মত কেমন যেন সুন্দর তবু ভয়ঙ্কর ... কোয়াটার গার্ডের হাবিলদারের ছবিটি আঁকিতে রঙ কোথাও বেশি পড়ে নাই। তারপর আবার সেই রূপ-অরূপের ভাবের রস! এই রসে নজরুল যেমন ফোটে তেমন আর কোথাও নয়।৯

গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশ পাওয়ার পর সওগাত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সংখ্যা 'নিকষমনি' স্তম্ভে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়,

ইহাই নজরুল ইসলাম লিখিত প্রথম উপন্যাস। লেখক কবি, তাই এই গ্রন্থে উপন্যাসত্ব অপেক্ষা কাব্য বেশী ফুটিয়াছে। উপন্যাসের প্রধান উপাদান চরিত্র-সৃষ্টি যে ইহাতে আেেকবারে নাই, এমন কথা বলিতে না পারা গেলেও, এ গ্রন্থে লেখকের সে ক্ষমতা খুব পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ... লেখার সংযম উপন্যাসের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু এ গ্রন্থের কবি-লেখক কাব্যের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়া অনেক স্থলেই সে সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে যতটুকু দরকার তার চেয়েও অনেক বেশী কথা তিনি অনাবশ্যকরূপে বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়ের প্রগাঢ়ত্ব ও সৃষ্ট চরিত্রের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থোল্লিখিত মূল গল্পটি কিন্তু করুণ, যেমন একটা জীবন-নাট্যের ঞ্তধমবফু - পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। তদুপরি ভাষা আশ্চর্যরকম জোরালো ও নতুন। কবিতার ন্যায় গদ্য রচনার উপরেও যে কবির অসামান্য ও অনাহত অধিকার আছে, তাহা ইহাতে পূর্ণ প্রকাশিত।১০

কিন্তু নজরুল-কথাসাহিত্য নিয়ে সমালোচকের এই যে আগ্রহ তা কিন্তু আর ধরে রাখা যায়নি। নজরুল-কবিতার তুঙ্গ জনপ্রিয়তার যে-কারণটি পূর্বে উল্লেখ করেছি তাই কি এ পরিস্থিতির পেছনের কারণ? সমসাময়িক ইতিহাস দেখলে লক্ষ করা যায় 'বিদ্রোহী' ও সমগোত্রীয় অন্যান্য কবিতার কারণে ধর্মান্ধ মুসলমান সমাজ নজরুল বিরোধীতায় ইতিমধ্যে মেতে উঠেছেন, অন্যদিকে হয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল ভাবের উৎস প্রশ্নে নজরুল-মোহিতলাল ভুল বোঝাবুঝি। অর্থাৎ নজরুল-কেন্দ্রিক সকল আলোচনা-সমালোচনা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে তার কবিতার প্রতি। কথাসাহিত্যিক নজরুলের প্রতি পাঠকের এ অমনোযোগের অন্যতম প্রধান

উদাহরণ হলো বাঁধনহারা গ্রন্থরূপ পাবার আগেই পত্রিকায় প্রকাশ কালেই সমালোচনা লাভ করেছিল, কিন্তু মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১) গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরও কোন সমালোচনা লাভ করেনি।১১ ১৯৩১ সালে প্রকাশিত নজরুলের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ শিউলিমালা নিয়ে মন্তব্য অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল শুধুমাত্র একটি আলোচনায় তাহলো মুজীবর রহমান খাঁ'র 'নজরুল ইসলামের গদ্য সাহিত্য'-তে (মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৪১)।
সমসাময়িককালে কথাসাহিত্যিক নজরুলের এই যে-অবস্থা তা কিন্তু পরর্বতী সত্তর-আশি বছরেও খুব বেশী পরিবর্তিত হয়নি। অথচ শুধু বাঁধনহারার দিকেই যদি নজর দিই দেখা যায় র্দীঘদিনের যে-প্রচলন র্অথাৎ একটি সুস্পষ্ট গল্প-কাঠামোকে উপন্যাসে উপস্থাপন করা, তার ধারও নজরুল ধারেননি। উপন্যাসের আঠারোটি পত্র জুড়ে নূরুল হুদার যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্ব এবং পরর্বতীকালের যে ঘটনা-বিবরণ আমরা পাই তাতে অনেক কিছুই অস্পষ্ট, সচেতনভাবেই অ । নূরুল কাকে ভালবেসেছিল? মাহবুবাকে নাকি সোফিয়াকে? নাকি উভয়কেই? যুদ্ধে গিয়েছিল কেন? মাহবুবাকে বিয়ে করতে চায়নি বলে, নাকি দেশের প্রয়োজনকে বিয়ের চেয়েও বড় করে দেখেছিল বলে? গিয়েছিল কি নিজের ইচ্ছায়, নাকি মাহবুবাই তাকে জোর করে পাঠিয়েছিল? মাহবুবার বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় সোফিয়া কি খুশী হয়েছিল? ইত্যাকার বহু প্রশ্নই বাঁধনহারায় উত্তরহীন। অথচ উপন্যাস যখন হলো তখন মনে হলো সব কিছুরই সোজা-সাপটা উত্তর রয়ে গেছে। এবং আমরা সেই উত্তরটাকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে এ-ধরণের মূল্যায়ন করতে চাইলাম যে, বাঁধনহারা উচ্চ মার্গের উপন্যাস নয়, এটি ভাবালুতায় ভরা, গল্প-কাঠামোটি দৃঢ় হয়নি, ইত্যাদি ইত্যাদি।
অথচ লক্ষ করলে হয় বাঁধনহারায় নজরুল এমন অনেক প্রকর্ষের ব্যবহার করেছেন যা তাঁর শুধু পূর্ব্বসূরী নয় সমসাময়িক বা উত্তরসূরী লেখকদের মধ্যেও বিরল। ঘটনা-বিবরণের যে অস্পষ্টতা তা কিন্তু পরবর্তিকালের অনেক উপন্যাসেরই অন্যতম লক্ষণ। এছাড়া যুদ্ধ-উপাদানের ব্যবহার, আত্মজীবনীমূলক উপাদানের প্রাচুর্য, পত্রাঙ্গিকের উপন্যাস হিসেবে অভিনবত্ব , মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ ইত্যাদি বহু কারণেই 'বাঁধনহারা' র্দীঘ আলোচনার দাবি রাখে। এছাড়াও বাঁধনহারাই হলো কোন মুসলমান লেখকের প্রথম উপন্যাস যা ইসলাম র্ধম ও সমাজের রীতিনীতির জয়গানের বাইরে, বেহেশত্-দোষখের আলোচনা-মুক্ত যা র্পূণতই প্রেম-কেন্দ্রিক একটি উপন্যাস।

তথ্যনির্দেশ

১. ডঃ বদরুল হাসান, ঊনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস, জগৎমাতা পাবলির্শাস, কলকাতা, ১৯৯০, দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট'।

২. , বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) , গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃ. ৪২-৪৩।

৩. নজরুলের উপন্যাসটির নাম বাঁধনহারা নাকি বাঁধন-হারা? সমালোচনা গ্রন্থগুলিতে উভয় রূপই ব্যবহৃত হয়েছে। নজরুল রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে (সম্পা. আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, নতুন সংস্করণের প্রথম পুর্নমুদ্রণ-২৫ মে, ১৯৯৬) সূচিপত্রে 'বাঁধন-হারা' থাকলেও ভেতরে তা সর্ব্বত্র 'বাঁধনহারা' হয়েছে।

৪. সাইদুর রহমান ভুঁইয়া, নজরুল ইসলামের উপন্যাস, সাহিত্য পত্রিকা, ঊনত্রিংশ র্বষঃ দ্বিতীয় সংখ্যা। ফাল্গুন ১৩৯২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪৩।

৫. মৃত্যক্ষুধা ও কুহেলিকার রচনাকাল নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। গ্রন্থাকারে মৃত্যুক্ষুধা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি এবং কুহেলিকা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত

হয়। যদিও পত্রিকাতে কুহেলিকাই আগে প্রকাশিত হতে করে। কুহেলিকা প্রকাশ হয় নওরোজ পত্রিকায় ১৩৩৪-এর আষাঢ় মাসে। অন্যদিকে মৃত্যুক্ষুধার প্রকাশ ঘটে সওগাত পত্রিকায় ১৩৩৪-এর অগ্রহায়ণ থেকে।

৬. শাহ আলম চৌধুরী, 'নজরুল উপন্যাস সমীক্ষা', নজরুল গদ্য সমীক্ষা (সম্পা. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন) , আদিল ব্রাদার্স, ১৯৭৮, পৃ. ৩৩।

৭. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৮৮, পৃ. ১৮।

৮. নারায়ণ পত্রিকায় ভাদ্র ১৩২৭ সংখ্যার যে-উদ্ধার 'সমকালে নজরুল ইসলাম' (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩ পৃ: ৫)-এ করা হয়েছে তার সাথে এটি মেলে না। নজরুল-চরিতমানস (ড. সুশীলকুমার , তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ. ২৬৭) এবং নজরুলের উপন্যাস, (শান্তিরঞ্জন ভৌমিক, নজরুল ইন্সিটিটিউট, ১৯৯২, পৃ. ২১ৄ)-এ এটি উদ্ধার করা হয়েছে।

৯. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সমকালে নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৬।

১০. তদেব পৃ. ১০১। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে নজরুল রচনা-সম্ভার-২ (সম্পা. আবদুল আজীজ আল আমান, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০) এর পৃষ্ঠা ৭৩৭-এ বাঁধনহারা উপন্যাসের গ্রন্থপরিচিতিতে 'নজরুলের প্রবলতর বিরোধীপক্ষ "ইসলাম দর্শনে" (৫ম বর্ষ ১২শ' সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) সমালোচনা প্রসঙ্গে এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখা হয়' - বলে যে উদ্ধার মুদ্রিত হয়েছে সেটি নিকষমনি'র এই সমালোচনারই অংশবিশেষ।

১১. এ তথ্যের জন্য সম্পূর্ণতই নির্ভর করা হয়েছে সমকালে নজরুল ইসলাম গ্রন্থটির উপর।